গণতান্ত্রিক মূল্যবোধে আইনশৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠাই প্রধান লক্ষ্য



ছবি: সংগৃহীত

গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও মানবাধিকার সমুন্নত রেখে আইনশৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং পুলিশের জনআস্থা ফিরিয়ে আনাকে প্রধান লক্ষ্য হিসেবে দেখছেন বাংলাদেশ পুলিশের অতিরিক্ত ডিআইজি মো. আবুল কালাম আযাদ। তাঁর মতে, পুলিশকে কার্যকর করতে প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের পাশাপাশি জনবল, যানবাহন ও প্রয়োজনীয় সরঞ্জামের ঘাটতি পূরণ জরুরি।

এক বেসরকারি টেলিভিশনকে দেওয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, পুলিশ ও জনগণ একে অপরের পরিপূরক। জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পুলিশের পাশাপাশি নাগরিকদেরও আইন মেনে চলা ও দায়িত্ব পালনে সহযোগিতা করা প্রয়োজন।

আবুল কালাম আযাদ বলেন, প্রায় ২০ কোটি মানুষের নিরাপত্তায় দেশে দুই লাখের মতো পুলিশ সদস্য কাজ করছেন। সীমিত জনবল দিয়ে বিপুল জনগোষ্ঠীর নিরাপত্তা ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করা বড় চ্যালেঞ্জ। মাঠপর্যায়ে প্রয়োজনীয় যানবাহন, সরঞ্জাম ও লজিস্টিক সহায়তার ঘাটতিও পুলিশের কার্যক্রমে প্রভাব ফেলে।

তিনি বলেন, পুলিশের দায়িত্ব ও কার্যক্রমের ধরন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে। সক্ষমতা বাড়লে আইন প্রয়োগ, জননিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং মানুষের আস্থা অর্জনে ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।

পুলিশ সংস্কার প্রসঙ্গে অতিরিক্ত ডিআইজি বলেন, এটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। সময় ও সমাজের পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আইন, প্রশিক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনতে হবে। একই সঙ্গে বলপ্রয়োগের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক মানদণ্ড এবং মানবাধিকার অনুসরণ করে পেশাদারত্বের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করতে হবে।

শিশু আইনের বিষয়ে তিনি জানান, আইনের সংস্পর্শে আসা শিশুদের শাস্তির বদলে সংশোধনের সুযোগ তৈরিতে পুলিশ, অভিভাবক ও বিচারকদের প্রশিক্ষণ ও সচেতন করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তরুণদের সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ থেকে দূরে রাখতে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়েও সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে।

গণতান্ত্রিক সমাজে পুলিশের ভূমিকা তুলে ধরে তিনি বলেন, নাগরিকের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা এবং অধিকার সুরক্ষা নিশ্চিত করাই পুলিশের মূল দায়িত্ব। এ জন্য পেশাদার আইন প্রয়োগ, প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং জনগণের সঙ্গে সহযোগিতামূলক সম্পর্ক গড়ে তোলা জরুরি।

২১তম বিসিএস (পুলিশ) ক্যাডারের কর্মকর্তা মো. আবুল কালাম আযাদ পুলিশের ইতিহাসবিষয়ক গ্রন্থ পুলিশের ইতিবৃত্ত-এর রচয়িতা। তিনি জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশনে দায়িত্ব পালন করেছেন এবং পুলিশ প্রশিক্ষণ, মানবাধিকার ও শিশু আইনবিষয়ক কার্যক্রমে যুক্ত রয়েছেন।